দৈনিক সংবাদ ... 134

তারিখ 07 MAY 1987
পৃষ্ঠা 8 কলাম 5
২৩শে বৈশাখ, ১৩৯৪

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

পি এইচ, ডি ডিগ্রি ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে দুর্ভোগ

আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে এক ধরনের অনুদার, সংকুচিত ও মূল্যবোধহীন নীতির ব্যাপক প্রয়োগের ফলে সংশ্লিষ্ট অনেককে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হচ্ছে। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা যেমন উপযুক্ত পরিবেশ ও শিক্ষার অভাবে তাদের বাঞ্ছিত বিকাশ ঘটাতে সমর্থ হচ্ছে না; শিক্ষকেরাও নানা ধরনের চাপের মুখে চিরন্তন ব্রতকর্ম হতে বিচ্যুত হয়ে পড়েছেন এবং অনেক ক্ষেত্রে অশিক্ষকজনিত আচরণ করতে বাধ্য হচ্ছেন। যেমন আমাকেও আজ সংবাদপত্রে এই চিঠি ছাপাতে দিতে হলো।

প্রায় বাইশ বছর আগে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে এই শিক্ষকতা কর্ম শুরু করি। পরীক্ষাসমূহের ফলাফল মোটামুটি ভালো ছিল বলে শুভানুধ্যায়ীরা আমাকে আর্থিক ও "পদমর্যাদাসম্পন্ন" পেশায় নিযুক্ত হতে প্ররোচিত করলেও আমি আকৈশোরিক বাসনার তাগিদে এই শিক্ষকতার পেশায় নিযুক্ত হই। তৎকালে সরকারী কলেজে পিএসসি উৎরে আসা বেশ কঠিন কর্ম ছিলো। মনে আছে প্রায় দেড়শো দুশো প্রার্থীর ভিড় থেকে আমরা মাত্র দু'তিনজন মনোনীত হয়েছিলাম। সে যাই হোক, ১৯৬৫ সাল থেকে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত নানা ঘোরপ্যাচ পদ্ধতির শিকার হয়ে লেকচারার পদে অধিষ্ঠিত থাকতে বাধ্য ছিলাম। আমার জুনিয়ররা যোগ্যতা ও অন্যান্য বিষয়ে আমার চেয়ে ন্যূন হয়েও নানা উপায়ে আমার আগে পদোন্নতি পেয়ে গেছেন। অবশেষে চট্টগ্রাম কলেজের বিশাল ক্লাস সামলাতে সামলাতে একদিন সহকারী অধ্যাপকের একটা পদোন্নতি পেয়ে গেলাম। তার বছর দুই পরে বিদেশী একটা বৃত্তিও পেয়ে গেলাম পিএইচ,ডি করার জন্যে। ভাবলাম দেরীতে হলেও ব্যাধিমুক্ত হবার একটা দাওয়াই হয়তো তাতে পেয়ে যাবো।

ইতিমধ্যে ১৯৮৩ সালে সরকারী কলেজ শিক্ষকদের গ্রেডেশনভুক্ত হওয়ার সময় আমি ছিলাম দেশের বাইরে, অনুগ্রহ করে কেউ আমার নামটি এই তালিকায় ভুক্ত করে দেননি। ফলে ১৯৮৪ সালের ১২ই এপ্রিল আমার সমকক্ষ ও জুনিয়ররা অনেকেই পদোন্নতি পেয়ে সহযোগী অধ্যাপক হয়ে গেলেন। বিদেশে অবস্থানকারীদের অনুপস্থিতিতে পদোন্নতির একটি সরকারী বিধান থাকার কারণে পরবর্তীকালে আমার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে শিক্ষা দপ্তরের মহাপরিচালক "১৯৮৪ সালের ১২ই এপ্রিল থেকে পদোন্নতি কার্যকর" এই ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে শিক্ষা সচিবের নিকট একটি প্রস্তাব ও বিধিপত্র প্রেরণ করেন নং ১২৬৪৪ তাং ৩/৬/৮৬। কিন্তু দঃখের বিষয় অদ্যাবধি

তারা আমাদের কাঁদানো
রাভেনসব্রুক ক্যাম্পে নিয়ে
কয়েক দিন ছিলাম সেখানে।
র ঘোষণা করা হল, মেয়েরা
দের মায়েরা কাজের শিবিরে
। বাসে প্রথমে শিশুদের
হল, কারণ হিসেবে তারা
, পথ দীর্ঘ আর দুর্গম।
সেটা এক ভয়াবহ মুহূর্ত।
রা তাদের শেষ আনন্দ থেকে
ত হতে চলেছে। আমার
র কথা মনে পড়ে; কীভাবে
কাকুতি মিনতি করছিল।
রা অবিচল। তারা জোর
আমাদের ছিনিয়ে নিয়ে
। আজও আমি মায়ের
চীৎকার শুনতে পাই।
কাঁদানোতেই আমার ভাইকে
বারের মত দেখি। নাৎসীরা
ব করে দেখল আমার ভাই
ছর অপেক্ষা দু'মাসের বড়।
তাদের কাছে সে আর বালক
রীতিমত পুরুষ। তারা তাকে
দা করে ফেলল।"
এ ভাবে দশ বছরের মারিয়া
হয়ে পড়ল। যুদ্ধের পরই
জানতে পারেন যে, তার
ও ভাইকে নাৎসীরা গুলী
মেরেছে, যেমন লিডিসের
ন পুরুষকে তারা হত্যা
ছিল। সবশুদ্ধ তারা ছিল
২ জন। মারিয়ার মাকে অপর